জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
UNIC Dhaka
INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS • 2011
অক্টোবর ২০১১ October 2011
২৩তম বর্ষ দশম সংখ্যা Volume-XXIII, No. X

জাতিসংঘ দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকারের বক্তব্য

শিল্পী মনিরুল ইসলামের আঁকা জাতিসংঘ দিবসের ছবি মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে উপহার হিসেবে প্রদান করছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকার

জাতিসংঘ সনদের ৬৬তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আজ আপনাদের সবার মাঝে উপস্থিত থাকতে পারা আমার জন্য অত্যন্ত মর্যাদার বিষয়। আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজ আমাদের সঙ্গে এখানে যোগ দেয়ায় অর্থমন্ত্রী এ.এম.এ মুহিত ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমার সহকর্মীদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত একজন নবাগত হিসেবে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের ইতিহাসের মধ্যে একটি বিস্ময়কর সম্পর্ক ও আবেগজড়িত সংযোগ দেখতে পাই। উভয়ের জন্ম হয়েছে যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে, উভয়েই বিশ্ব শান্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ পরিবারে বাংলাদেশকে দাপ্তরিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। এ দেশের প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর ভাষণে চমৎকারভাবে বলেছিলেন : 'জাতিসংঘ সনদে যেমন মহান আদর্শ উৎকীর্ণ রয়েছে, সেসব আদর্শের জন্যই আমাদের লাখ লাখ মানুষ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বাঙালি জাতি এমন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পুরোপুরি অঙ্গীকারাবদ্ধ যে ব্যবস্থায় সব মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।'

সেই থেকে সমগ্র বিশ্বে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা এগিয়ে নিতে জাতিসংঘের সঙ্গে বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তির সংস্কৃতির প্রতি দেশটির অঙ্গীকার, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহনশীলতার প্রতি সমর্থন বাংলাদেশকে জাতিসংঘের একটি স্বাভাবিক ও অত্যন্ত সুগণ্য অংশীদারে পরিণতও করেছে।

সম্ভবত সবচেয়ে দৃশ্যমান যে বিষয়টি তা হলো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে শীর্ষ সেনা প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। বর্তমানে ১০টি দেশে জাতিসংঘের ১১টি শান্তিরক্ষা মিশনে ১০ হাজার ৫শ'র বেশি বাংলাদেশি নারী-পুরুষ কাজ করছেন। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। আমি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, প্রথমবারের মতো পুরোপুরি নারী সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ পুলিশের একটি কনটিনজেন্ট হাইতিতে নিয়োজিত রয়েছে। বেদনাবিধুর মনে আমি ১০৩ জন সাহসী বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাই যারা যে আদর্শের ওপর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত তা রক্ষা করার কাজে বিগত বছরগুলোতে জীবন দান করেছেন।

এমনকি শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা স্বীকার করতে গিয়ে আমি জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, জাতিসংঘ-বাংলাদেশ সম্পর্ক অনেক গভীর। কর্মতৎপর ও নিবিড় নিবিষ্ট সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ধারণা ও নেতৃত্বে জাতিসংঘের পূর্ণ ব্যাপ্তি জুড়েও বাংলাদেশ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণ হিসেবে যেসব ক্ষেত্রে কাজ করেছে, সেগুলো হলো :

- ১৯৭৫ সালে **জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের** সহ-সভাপতি
- ১৯৮৬ সালে **জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের** সভাপতি
- ১৯৭৯ ও পুনরায় ২০০০ সালে **নিরাপত্তা পরিষদের** সদস্য।
- ১৯৮২ সালে **জি-৭৭-এর** চেয়ার।
- অতীতে ছয়বার এবং বর্তমানে ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত **ইকোসোকের** (ECOSOC) সদস্য।
- ২০০৬ সালে এবং বর্তমানে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত **মানবাধিকার পরিষদের** সদস্য।
- ২০১০ সালে **নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের** সভাপতি।
- ২০১১ সালে জাতিসংঘের **নির্বাহী বোর্ডসমূহ :** ইউএনডিপি/ইউএনএফপিএ এবং ইউনিসেফের সদস্য।
- **নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ কমিটির (সিইডিএ ডব্লু)** সদস্য।
- নারীর অধিকার সম্পর্কিত পাঁচটি প্রস্তাবের মধ্যে চারটির সহ-উদ্যোক্তা যা ২০০০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে গৃহীত হয়।

তালিকায় আরো আছে... কিন্তু আমি মনে করি আপনারা আমার কথা অনুধাবন করতে পারবেন : অঙ্গীকারবদ্ধ কার্যক্রম, কর্মতৎপর সংশ্লিষ্টতা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে জাতি হিসেবে বাংলাদেশ তার অভ্যুদয়ের পর থেকেই সনদে বর্ণিত জাতিসংঘ, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় উল্লিখিত, নর ও নারীর সমতা এবং সব নাগরিকের সমান সুযোগ সংবলিত একটি ন্যায়ানুগ সমাজের জন্য আমাদের পারিবারিক অন্বেষার মৌলিক লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে শামিল থাকার বিষয় তুলে ধরেছে।

কথাগুলো চমকপ্রদ হলেও এখানে আমার অবস্থানের ছয় মাস পর প্রত্যয়ের চেয়েও বেশি হয়ে যা প্রতিভাত হচ্ছে তা হলো কথাগুলো সত্য। এসব কথা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৈত্রীবন্ধনের নিখুঁত বর্ণনা। একদিকে আমাদের রয়েছে এই জাতিসংঘ যা ১৯৪৫ সালের বিনম্র ও আশাপূর্ণ সূচনা থেকে বিশ্বের বৃহত্তম বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে মানবকল্যাণের প্রধান প্রধান বিষয় ও চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান করছে। অন্যদিকে রয়েছে আমাদের বাংলাদেশ যার শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রতম দেশ হিসেবে এবং যা এখন দেখাতে পারে অগাধ অর্জন। দেশটি দৃঢ়ভাবে গণতন্ত্রে প্রবেশ করেছে এবং নির্বাচনের মান অগ্রগতির একটা সাক্ষ্য। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলার একটা সময় সত্ত্বেও দেশটি বিগত দশকে বার্ষিক গড়পড়তা ৬ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশটি উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস, মাতৃমৃত্যু হার ও প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নতির মাধ্যমে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো, এমডিজি অর্জনে সত্যিকার অগ্রগতি অর্জন করেছে।

কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমাদের বিপুল সত্যকেও স্বীকার করতে হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ; উত্তর থেকে সগর্জনে নেমে আসা হিমালয়ের বরফ গলা পানি এবং দক্ষিণে সমুদ্রপৃষ্ঠের বেড়ে ওঠার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মধ্যে এটি দেশটির অন্যতম মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে বিদ্যমান। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট এবং টাইফুন ও অন্যান্য **প্রাকৃতিক দুর্যোগের অসমবর্ধমান তীব্রতা, যা বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবনের একটা বাস্তবতা, যার দরুন এসব চ্যালেঞ্জ আরো জটিল হচ্ছে।**

জাতিসংঘ দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকার

সংক্ষেপে বলতে গেলে অনেক কাজ করতে হবে!

এখন আমি বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের প্রতিটি সংস্থার সকল কর্মীদের উদ্দেশে বলবো, আমরা এখানে আছি এবং বাংলাদেশের এগিয়ে চলার অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাতে চাই, যে জনগণকে আপনারা জানেন তারা দেশের সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার সঙ্গে শামিল রয়েছে। আমরা বৈশ্বিক বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে আসছি, কিন্তু আমরা জাতীয় বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা তুলে ধরতে পেরেও গর্বিত। আমাদের জাতীয় অনেক বিশেষজ্ঞ আজ এখানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অন্যরা যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তারা জাতিসংঘের সঙ্গে থেকে তাদের কাজকে অতিক্রম করে গেছেন এবং এখন রয়েছেন সরকার, সুশীল সমাজ, সশস্ত্র বাহিনী ও এমনকি বেসরকারি খাতে। কিন্তু একবার জাতিসংঘের কর্মী হলে বরাবরই আপনারা আমাদের অংশ এবং আজকে তাই আমাদের সেসব সহকর্মীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমি এখন সংক্ষেপে আমরা যে কাজ করছি তার একটা চিত্র তুলে ধরবো।

যে আটটি **মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য** ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে এবং যা করতে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশ সম্মত হয়েছে তা বিশ্বে এবং বাংলাদেশে বাস্তব ও পরিমাপযোগ্য উন্নয়ন ফল অর্জনে জাতিসংঘের বড় পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করছে।

২০১০ সালে বাংলাদেশে জাতিসংঘ ও সরকার এমডিজির অবস্থা যৌথভাবে নিরূপণ করেছিল। এরপর আমরা আমাদের ম্যান্ডেট

জাতিসংঘ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ

ও আমাদের শক্তিকে বিবেচনায় রেখে জাতীয় লক্ষ্যগুলো অর্জনে জাতিসংঘ কী করে সবচেয়ে ভালোভাবে অবদান রাখতে পারে তা দেখার জন্য সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করি। সেই সমন্বিত প্রক্রিয়ার ফল হলো **বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তা কাঠামো (ইউএনডিএএফ)**। ২০১৫ সাল নাগাদ এমডিজির লক্ষ্যগুলো অর্জনে যে প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে জাতিসংঘ অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে ইউএনডিএএফে তা তুলে ধরা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে **বাংলাদেশে জাতিসংঘ ব্যবস্থা** যেসব ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে সেগুলো হলো :

- সরকার, বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করার মাধ্যমে **গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকার**।
- নগর ও গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কল্যাণের প্রসার ঘটিয়ে সামুদায়িক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য **নায্যতা সংবলিত কল্যাণমূলক প্রবৃদ্ধি**।
- পরিসেবা ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নীতির ন্যায়ানুগ সুযোগের মাধ্যমে **মানব উন্নয়নের জন্য সামাজিক পরিসেবা**।
- **জীবনচক্র জুড়ে নগর ও গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য** খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি।
- ঝুঁকিতে থাকা জনগণের নির্ভরতা জোরদার ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা থেকে তাদের সুফল নিশ্চিত করার জন্য **জলবায়ুর পরিবর্তন, পরিবেশ, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়া**।
- নগর দরিদ্রদের জীবনের মানোন্নয়নে **দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমূলক নগর উন্নয়ন**।
- মজুরিমূলক কর্মসংস্থানে অসুবিধাগ্রস্ত নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারীর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাসের জন্য **লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও নারীর অগ্রগতি**।

আগামী বছরগুলোতে আমাদের ইউএনডিএএফ বাস্তবায়নে সকল সংশ্লিষ্ট জাতীয় পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে আমি কাজ করার আশা করছি।

পরিশেষে আমি মহাসচিবের কথা দিয়ে শেষ করতে চাই, আমাদের অনেকেই অবগত আছেন যে, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলোতে যে চ্যালেঞ্জ ও অর্জন রয়েছে সরেজমিনে সরাসরি তা দেখার জন্য আগামী মাসে বাংলাদেশে আমাদের এখানে আসবেন।

এই বৈশ্বিক মাইলফলক, ৭শ' কোটি মানুষের একটি বিশ্ব, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি সুযোগ ও একটি কাজের আহ্বান তুলে ধরে। আমরা সবাই একটি সুস্থ বিশ্বে একত্রে বসবাস করতে সক্ষম কিনা তা আমরা আজ কী পছন্দ করছি এবং কী কার্যক্রম গ্রহণ করছি তার ওপর নির্ভর করবে।

বর্তমানে প্রতি বছর বিশ্ব জনসংখ্যার সঙ্গে ৭ কোটি ৮০ লাখ লোক যোগ হয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ও আমাদের গ্রহের ওপর চাপ বৃদ্ধি করছে। দারিদ্র্য, অসমতা ও সম্পদের জন্য বর্ধিত চাপ বড় চ্যালেঞ্জ হলেও বিশ্ব আগের চেয়ে বেশি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বলে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। কিন্তু বিশ্ব জনসংখ্যায় প্রতি বছর ৭ কোটি ৮০ লাখ লোক যোগ হওয়াও বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। আজকে বেঁচে থাকা লোক এবং ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য অসমতা দূর ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা ও নজিরবিহীন বৈশ্বিক সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

কাজের মুহূর্ত এখনই। সমগ্র মানবজাতির জন্য একটা বৈশ্বিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে *'৭শ কোটি কার্যক্রম'* শীর্ষক প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হলো এই মাইলফলক যে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ এনে দিয়েছে সে সম্পর্ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ৭শ' কোটির এই বিশ্বকে আমাদের সবার জন্য একটা উন্নততর স্থানে পরিণত করার একটা সুযোগ এবং *একটা দায়িত্ব* প্রত্যেকের রয়েছে।

আমি আশা করি যে, একটা উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য নতুন ধারণাগুলো এগিয়ে নিতে আপনারা সবাই জাতিসংঘের সঙ্গে শামিল হবেন। বস্তুত বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হিসেবে জনসংখ্যা বিষয়ক বৈশ্বিক সংলাপে একটা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনে বাংলাদেশের অনবদ্য যোগ্যতা রয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় ও উত্তম চর্চার অনেক কিছুই ৭শ' কোটির একটি বিশ্বে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রয়াসে অন্যান্য দেশকে সহায়তা করতে পারে।

মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে বাংলাদেশের প্রতি আমি জাতিসংঘ ব্যবস্থার পক্ষ থেকে জাতিসংঘ ব্যবস্থায় অব্যাহত ও অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করতে চাই। বরাবরের মতোই আমরা এই সুন্দর, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ দেশের সরকার ও জনগণের প্রয়োজনের প্রতি সাড়াদানে প্রস্তুত রয়েছি, যার সেবা করার সুযোগ আমরা পেয়েছি।

আমি আশা করি যে, আমি পারস্পরিক অংশদারিত্বমূলক মূল্যবোধ ও অঙ্গীকার, পারস্পরিক অংশদারিত্বমূলক চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের একটি স্পষ্ট চেতনা তুলে ধরতে পেরেছি। আজ জাতিসংঘ দিবসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমি আশা করি যে, একটি অধিকতর নিরাপদ, নিঃশঙ্ক ও ন্যায়ানুগ ভবিষ্যতের জন্য আমাদের অংশদারিত্বমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা একসঙ্গে, আগের চেয়ে আরো কঠোরভাবে কাজ করে যেতে সম্মত হতে পারি।

এর মধ্য দিয়ে আমি সবার জন্য একটি অত্যন্ত সুখী জাতিসংঘ দিবস কামনা করছি। আপনাদের ধন্যবাদ। ■

বাংলাদেশ মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ (বানমুন)

১৩-১৫ অক্টোবর, ২০১১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি বাংলাদেশ যৌথভাবে গত ১৩-১৫ অক্টোবর ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অডিটোরিয়ামে তিনদিনব্যাপী এক জাতীয় মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্সের আয়োজন করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (জাতিসংঘ), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা যৌথভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী এতে ডেলিগেট হিসেবে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এবং ডেলিগেটদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত এই সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা।

বক্তব্য প্রদান করছেন পররাষ্ট্র সচিব মিজারুল কায়েস

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে সমাপনী অনুষ্ঠান

বানমুন সংগঠক ও অতিথিদের যৌথ ছবি

বানমুন উদ্বোধন করছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (জাতিসংঘ) সাইদা মুনা তাসনিম

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

মডেল ইউএন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

৫ অক্টোবর, ২০১১

বাংলাদেশ মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ (বানমুন) অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে গত ৫ অক্টোবর জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের আয়োজনে বানমুন পরিচালনাকারীদের জন্য এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক কূটনীতিক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব হুমায়ুন কবীর এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ শাহেদ আহমেদ। ইউনিল্যাবের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অতিথি ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

জাতিসংঘ দিবস উদযাপন ২৪ অক্টোবর ২০১১

জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশের জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম এক সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (জাতিসংঘ) সাইদা মুনা তাসনীম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকার তার বক্তব্যে জাতিসংঘের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বাংলাদেশে জাতিসংঘের গত ৪০ বছরের ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী মনিরুল ইসলামের অঙ্কিত জাতিসংঘ দিবসের বিশেষ চিত্রকর্ম অর্থমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা হিসেবে প্রদান করা হয়। সবশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী স্মরণে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শামা রহমান ও জাতিসংঘ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

নিল ওয়াকার

কাজী আলী রেজা

রাশেদা কে চৌধুরী

সাইদা মুনা তাসনীম

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

শিল্পী মনিরুল ইসলাম তাঁর আঁকা ছবিতে স্বাক্ষর করছেন

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শামা রহমান

জাতিসংঘ আপনারই প্রতিষ্ঠান

জাতিসংঘ দিবস আলোচনা, ভিডিও শো এবং কুইজ প্রতিযোগিতা

জাতিসংঘ দিবস ও 'ইউএন ফর ইউ' ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র গত ২৫ অক্টোবর চিটাগাং গ্রামার স্কুল, ঢাকা ক্যাম্পাসে এক আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা জাতিসংঘের গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। এরপর ভিডিও শো এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সিজিএস-এর দু'জন ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা প্রধান খাদিজা আফজাল ও মুনিরা কাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী

অতিথি, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের যৌথ ছবি

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ : সহযোগিতার চার দশক

কাজী আলী রেজা*

১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট একটি স্থায়ী সদস্যের ভেটো দান সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বিশ্ব সভায় স্থান করে নেয়। সদস্যপদ লাভের ঠিক এক সপ্তাহ পরেই, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিয়ে বলেন, 'বর্তমানের মতো এত বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা জাতিসংঘ অতীতে কখনো করেনি। এ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটা ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা গড়ে তোলার জন্য যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা।' তখন থেকেই বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হতে থাকে।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ তার লাল সবুজ পতাকা জাতিসংঘে উত্তোলন করলেও বাংলাদেশের প্রতি জাতিসংঘের সাহায্য-সহযোগিতার নিদর্শন আমরা স্বাধীনতার সময় থেকেই দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে WHO, ILO, IBRD & GATT এবং ১৯৭৩ সালে FAO & ICAO সদস্যপদ লাভ করে। এমনকি এরও আগে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, যখন প্রায় ১ কোটি বাঙালি যুদ্ধের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচতে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন ওই অসহায় নিষ্পাপ মানুষদের প্রতি UNHCR-এর সাহায্য ও সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে ওটাই ছিল জাতিসংঘের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং দ্রুত শরণার্থী প্রত্যাবাসনের কাজ।

১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পরেই, ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে, মি. হ্যাগেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি

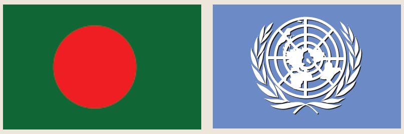

দল বাংলাদেশ সফরে আসে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে ত্রাণ সহায়তার ব্যাপারে আলোচনা করে। তারপরই ফেব্রুয়ারিতে UN Relief Team এর প্রধান মি. পল মার্ক হেনরির বাংলাদেশ সফর। ওই বছর মার্চে দেশের জনগণের কল্যাণে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএন রিলিফ অপারেশন ইন ঢাকা (UNROD)-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর জুন, ১৯৭২-এ জাতিসংঘের মহাসচিব প্রধনমন্ত্রীকে দেয়া এক বার্তায় দুই মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য সহায়তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন।

দেশ গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে, চালনা বন্দর থেকে যুদ্ধের সময় ডুবিয়ে দেয়া জাহাজগুলো অপসারণেও জাতিসংঘের সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ভাড়া করা বিমানে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও করেছিল জাতিসংঘ।

১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়েল্ডহাইম বাংলাদেশ সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের পথ খুঁজতে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক আরও জোরদার করেন। এই একটি বিষয়ই নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্কের মাত্রা নির্দেশ করে।

এরপর যখন যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ৬০ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করছিল, ১৯৭৪ সালের জুনে ৩০ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে ইউএনডিপি, যা ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। তখন থেকেই আবহাওয়া পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন, মানবাধিকার ও সুশাসন, সংসদ ও নির্বাচনের মতো বিষয়গুলোতে অংশীদারিত্বের নবসূচনা হয়। ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮-এর নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রতি সহায়তা বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়নে জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতির নিদর্শন বহন করে।

শিক্ষা ও পুনর্বাসন খাতে আর্থিক সহায়তা দিতে ইউনিসেফই প্রথম ১৯৭৩ সালের ২৮ জুন বাংলাদেশ সরকারের সাথে ৮.৫ মিলিয়ন ডলার সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করে । এই সংস্থাটি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে, জাতীয় শিশু নীতির প্রয়োগে, CRC ও CEDAW-এ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতিতে সরকারের উদ্যোগুলোতে সহায়তা করে যাচ্ছে। এছাড়াও পুষ্টি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এই সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে 'মীনা' এখন একটি পরিচিত নাম। এ দেশের শিশুদের কাছে জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র মীনা মেয়ে শিশুর প্রতীক হয়ে, শিশু অধিকার আদায়ে ও পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। লাখ লাখ মা প্রসবজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন সাম্প্রতিক সময়ের একটি আলোচিত বিষয়। এসব বিষয়ে বিস্ময়কর সাফল্য পেতে UNFPA সরকারকে সাহায্য করছে। এসটিআই এবং এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধেও এই সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

এ দেশের কৃষকরা সেরা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ। তারা রক্ষণশীল,

সুযোগসন্ধানী ও ঐতিহ্যবাদী; পাশাপাশি নতুন নতুন প্রথার প্রবর্তক। তাদের গবাদিপশু, মৎস্য এবং বনাঞ্চল দেখাশোনা করতে, স্বনির্ভরতা অর্জন করতে এবং স্থায়ী উন্নয়নে FAO-এর সাহায্য অব্যাহত রয়েছে। এই সংস্থাটি পরিকল্পনা প্রণয়নে, ধারণক্ষমতা উন্নয়নে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাবহারে, এইচপিএআই মোকাবিলা এবং প্রাণী ও পশু রোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। FAO-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ২০০০ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। FAO সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারকে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিতে বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ও সেগুলোর বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। FAO-এর সহযোগিতায় সরকার এ বছর ৩০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড করেছে।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, নারী ও পুরুষদের জন্য স্বাভাবিক ও উৎপাদনশীল কাজের পরিবেশ, স্বাধীনতা, সমতা, নিরাপত্তা এবং মানবিক মর্যাদার সুযোগ প্রসারে বাংলাদেশকে সহায়তা করে আসছে। শ্রমিকদের জন্য উন্নততর কাজের পরিবেশের মান ও নিয়মাবলি নির্ধারণ করা, তাদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ করাই মূলত এই সংস্থার প্রাথমিক কাজ। আইপিইসি এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন এই সংস্থার বড় অর্জন। অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার এখন নিশ্চিত করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিও এখন বাস্তবায়িত।

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করেছে। কান্তজীর মন্দিরের পোড়ামাটির শিল্প, তারা মসজিদ, লালবাগ দুর্গ মসজিদ, সোনা মসজিদ এবং ষাট গম্বুজ মসজিদের মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন বিশ্ব

ঐতিহ্যে স্থান পেয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনও বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা পেয়েছে। লালনশাহের লোকগীতিও এখন বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ। ইউনেস্কো এই বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বব্যাপী সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেছে।

WFP বাংলাদেশকে ১৯৭৪ সাল থেকেই সাহায্য করে আসছে। এই সংস্থাটি জরুরি অবস্থায় জীবন বাঁচাতে ও জীবিকা রক্ষায়, চরম ক্ষুধা প্রতিরোধ, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও পুষ্টিহীনতা মোকাবিলা করতে বাংলাদেশকে সহায়তা দিয়ে থাকে। WFP ভিজিডি কর্মসূচি এবং মা ও কিশোরী মেয়েদের পুষ্টি সহায়তার মাধ্যমে দেশের লাখ লাখ মানুষের উন্নতিতে অক্লান্ত চেষ্টা করে আসছে। বাংলাদেশে ফি বছর ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর WFP সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

WHO জাতীয় গণস্বাস্থ্য ব্যাবস্থাপনায় নিয়মিত সাহায্য করে আসছে। জাতীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং সেগুলোর জন্য নীতিমালা ও মান নিরূপণেও এই সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি সমালোচকদের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ডব্লিউএইচওর সহায়তায় ছয়টি মারাত্মক শিশু রোগ প্রতিরোধে প্রায় শতভাগ শিশুকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ডায়েরিয়া ও কলেরা প্রতিরোধে ওরস্যালাইন আবিষ্কারে বাংলাদেশ পথিকৃৎ। ডব্লিউএইচওর সহায়তায় জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল, বিশ্ব শিশু টিকা কৌশল এবং নবজাতক ও শিশু পুষ্টিনীতি প্রণীত হয়েছে।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরব স্প্রিংয়ের কারণে হাজার হাজার অভিবাসী যখন সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থায়, তখন আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা গুরুভার গ্রহণ করে তাদের প্রত্যাবাসনসহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইউএনএআইডিএস তুলনামূলকভাবে নবগঠিত প্রতিষ্ঠান হয়েও এইচআইভি/এইডসকে সফলভাবে মোকাবিলা করতে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করে আসছে। অনেক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও, এইচআইভি/এইডসের সংক্রমণ কমাতে বাংলাদেশের সফলতা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

আরও একটি নবগঠিত জাতিসংঘ সংস্থা ‘UN Women’ নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ভিশন ২০২১-এর আলোকে এ দেশের ১৫ কোটি মানুষকে বৃহত্তর স্বাধীনতায় উন্নততর জীবনযাপনে সক্ষম করতে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিএএফ ২০১২-২০১৬ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

❖ **কাজী আলী রেজা**
অধিকর্তা
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা

জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২৪ অক্টোবর ২০১১

শিগগিরই মানবজাতি তার ৭০০ কোটিতম সদস্যকে সাদরে গ্রহণ করবে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের গ্রহটি বেশি জনবহুল। আমি বলি, আমরা ৭০০ কোটি মানুষের মিলিত শক্তি।

৬৬ বছর আগে আজকের দিনে জাতিসংঘের জন্মের পর পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমরা দীর্ঘায়ু হচ্ছি। আমাদের শিশুরা আরও বেশি বেঁচে থাকছে। আরও বেশি মানুষ শান্তি ও গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করছে। এই নাটকীয় পরিবর্তনের বছরে আমরা দেখছি প্রতিটি জায়গায় আরও বেশি মানুষ তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ে সোচ্চার।

এত কিছুর পরও... এসব অগ্রগতি আজ হুমকির সম্মুখীন। অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেকারত্ব ও অসমতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ আজ বিশ্বময়। সারা বিশ্বে, অসংখ্য লোক ত্রাসের মধ্যে বসবাস করছে। অনেকেই বিশ্বাস করে, তাদের সরকার এবং বিশ্বের অর্থনীতি তাদের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারছে না। এই অস্থিরতার মধ্যে একটাই সমাধান : লক্ষ্য অর্জনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর প্রয়োজন বৈশ্বিক সমাধান। এই সমস্যাগুলো সমগ্র মানবজাতিকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে বাধ্য করবে।

এটাই জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য : উন্নততর পৃথিবী গড়া; কাউকে পেছনে ফেলে না রাখা; বৈশ্বিক শান্তি ও সামাজিক বিচারে সবচেয়ে দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাড়ানো।

এই বিশেষ দিনে, আসুন আমরা এগুলোর স্বীকৃতি দেই। আগে কখনোই জাতিসংঘের এত প্রয়োজন ছিল না। আমাদের ক্রমবর্ধমান আন্তঃসম্পর্কিত পৃথিবীতে, একত্রে কাজের মাধ্যমে কিছু দেয়ার এবং কিছু অর্জন করাবার সময় এসেছে। আসুন, বিশ্বের সকলের মঙ্গলের জন্য ৭০০ কোটি মানুষের মিলিত শক্তিকে কাজে লাগাই।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ফ্যাক্স : ৮১২৯০৪৭ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 811 86 00 Fax: 8129047 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org